জীবন থেকে শেখা

রচনা

ড. আহমদ তুতুঞ্জি

অনুবাদ

প্রফেসর ড. আ.ক.ম আবদুল কাদের

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

অভিমত

"ছোট কলেবরের এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থখানি ভাই আহমদ এর ব্যক্তিত্বের অবিস্মরণীয় আকর। একজন পাঠক এটি এভাবেই পাবেন। উম্মাহর ভবিষ্যত নিয়ে তিনি একজন আশাবাদী ব্যক্তি। যারা তাঁর সাথে কাজ করেন তাদের প্রতি তিনি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। তিনি প্রায়ই বলে থাকেন- প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই কিছু ইতিবাচক দিক আছে, আর আছে অভিজ্ঞতার সমাহার। তাই আমাদের উচিত তা হতে সর্বোচ্চ উপকৃত হওয়া। আর নেতিবাচক বিষয়ে যতদূর সম্ভব আমরা তাকে সহযোগিতা করবো। এজন্য ড. আহমদকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে পাওয়া যায়, যিনি সকলের সাথেই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আচরণ করেন।"

- ড. হিশাম আল তালিব

"ড. আহমদ তাঁর সঙ্গীসাথিদের নিয়ে আধুনিক ইসলামি ওয়াক্ফ এর নীতিমালা পুনরুজ্জীবিত করেন, যা মূলধনকে কল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগ, প্রাপ্ত লভ্যাংশ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় এবং মূলধন অবশিষ্ট রাখা, বরং একে লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে এতে আরো প্রবৃদ্ধি সাধনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এভাবে তিনি সুসংবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিতে অনুদান, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, লাভ এবং প্রবৃদ্ধি প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। আর এর সবকিছুই তিনি করেছেন যুবশক্তিকে প্রশিক্ষণ দান এবং তাদের যোগ্যতার উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে। যার কল্যাণ ও উপকারিতা পৃথিবীর সকল অঞ্চলে প্রসার লাভ করে।"

- ড. জামাল আল বারজাঞ্জী

সূচিপত্র

- ভূমিকা ৯
- আল্লাহমুখিতা ১৫
- অবিশ্বাসিদের সাথে আচরণ প্রসঙ্গে ১৮
- মতৈক্য ও মতানৈক্য ২০
- সেচ্ছাকর্মের মূল্যায়ন ও উন্নয়ন ২৩
- সামষ্টিক কাজ ২৭
- মুমিনদের পারস্পরিক সহযোগিতা ৩১
- সংলাপের কলাকৌশল ৩৪
- মুমিন ও পরিবার ৩৬
- মসজিদের আগে সিজদাকারী ৩৯
- সেচ্ছাকর্মের মাধ্যমসমূহ ৪০
- পদ্ধতিগত দিক ৪১
- রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গে ৪৩
- অনৈসলামিক সমাজে আচার-অনুষ্ঠান ৪৪
- সচ্ছতা ও স্পষ্টতা ৪৬
- তত্ত্ব ও প্রয়োগ বিষয়ে ৪৭
- পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা ৫২
- প্রজন্ম পরম্পরায় অভিজ্ঞতা বিনিময় ৫৪
- প্রবীণ-নবীনের যোগসূত্র ৫৫
- উদীয়মান নেতৃত্ব ৫৮
- আদর্শের ভূমিকা ৫৯
- প্রতিপক্ষের ব্যাপারে অবস্থান ৬১
- উপদেশ ও পরামর্শ ৬২
- আত্মব্যবস্থাপনা ৬৩

- শিক্ষার্থীদের প্রতি ৬৬
- শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালনকারীদের প্রতি ৬৮
- নেতৃত্বের ধীশক্তি বিষয়ে ৬৯
- প্রশিক্ষণ ও নেতৃস্থানীয় যোগ্যতা সৃষ্টি ৭১
- স্বেচ্ছাসেবাধর্মী চিন্তার বীজ বপন ৭৩
- মানুষের সাথে আচরণের নীতিমালা ৭৪
- মুমিন সম্প্রদায় ও সম্পদ ৭৬
- স্বেচ্ছাধর্মী কাজ ও আর্থিক প্রণোদনা ৭৮
- দাতব্য ওয়াকফ ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ড ৮০
- স্বেচ্ছাধর্মী কাজের সমস্যাবলি ৮১
- অপ্রচলিত উপকরণসমূহ ৮২
- সেচ্ছাধর্মী কাজের অগ্রাধিকারসমূহ ৮৪
- পরিসমাপ্তি ৮৫

ভূমিকা

একাডেমিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ড. আহমদ তুতুঞ্জির প্রাগ্রসর অভিজ্ঞতাকে ব্যতিক্রমধর্মী মডেল হিসেবে গণ্য করা হয়, যা কার্যত চিন্তা-গবেষণার দাবি রাখে। একজন ইরাকি যুবক- যাকে তাঁর একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে বৃটেনে পৌঁছিয়ে দেয়। জীবনের প্রথম থেকেই তার মধ্যে এই আকাঙ্খা জন্ম নেয় যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বাস্তব ময়দানের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন। বৃটেন থেকে তিনি তাঁর একাডেমিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান। আর সেখানেই তিনি অনেকগুলো ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্য হতে উদাহরণ হিসেবে যুক্তরাজ্য এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডে মুসলিম ছাত্র সংস্থা উল্লেখযোগ্য। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ইউরোপে মুসলিম ছাত্র সংস্থা। অতঃপর তিনি যুক্তরাষ্ট্র হতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। আর এখানে বসেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা মুসলিম ছাত্রপরিষদ। ষাটের দশকে এখানেই তিনি শুরু করেন আমেরিকান মুসলমানদের জন্য কার্যকর পথপ্রদর্শন। এই পরিষদের প্রধান হিসেবে সফলকাম হলে অনেক আমেরিকানের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, যাঁরা তৎকালীন আমেরিকান মুসলমানদের প্রাসঙ্গিকতায় মহান ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিগণিত। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এঁদের মধ্যে ইলিজা মুহাম্মদ ও মালকুম আক্স অন্যতম। যাঁরা নাগরিক অধিকার আন্দোলন এবং কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ অপনোদনের দাবি করার জন্য ইতিহাসের নানা অধ্যায়ে পরিচিতি লাভ করেন।

অতঃপর আরো অনেক প্রকল্প গৃহীত হয়, আরো অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হতে থাকে। আর একাডেমিক ফর্মে লিবিয়া ও সৌদীআরবে পেট্রলিয়াম স্টাডিজ বিভাগে সার্বজনীনভাবে তা বাস্তবায়নের পথ সুগম হতে থাকে। দা'ওয়ার ময়দানে World Assembly of Muslim Youth, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ক্ষেত্রে International Islamic Charitable Organization তাঁর অন্যতম প্রধানকর্ম। সাদামাটা ভাষায় বলতে গেলে তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসংখ্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, যেগুলো বিভিন্ন মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্বে

একাডেমিক ও বাস্তব ময়দানে অনবদ্য অবদান রেখে চলছে। এগুলোর মধ্যে সবচাইতে প্রসিদ্ধ হলো- International Institute of Islamic Thought, যা এই গ্রন্থকার ১৯৮১ সালে ইসমাইল রাজী আল ফারুকী, আনোয়ার ইবরাহীম, আব্দুলহামীদ আবুসুলায়মান, হিশাম আল তালিব, জামাল আল বারজাঞ্জী প্রমুখকে সাথে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন।

ড. তুতুঞ্জির এসব অভিজ্ঞতা স্থানীয় পর্যায় হতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উপনীত হয়, আর তা স্থান ও কালের মধ্যে এক স্বতন্ত্র স্থান দখল করে নিয়েছে, যার কিছুটা নির্যাস আমাদের নিকট বিদ্যমান এই গ্রন্থখানি উপস্থাপন করছে। সত্যি কথা বলতে কি? এই গ্রন্থের সহজ-সরল রচনারীতি ও নিজস্ব অভিজ্ঞতা পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গকে নিঃসন্দেহে সুপরিসর রীতিনীতিসম্বলিত বক্তব্য প্রদান করে। কিন্তু এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হতে প্রাপ্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে অর্জন করেন। এ গ্রন্থের কোনো কিছুই আন্দাজ-অনুমানের উপর ভিত্তি করে বর্ণিত হয়নি, কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেও নয়। বরং এটি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারিক কাজের অভিজ্ঞতার নির্যাস, যা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়বদ্ধতার নিরিখে সম্পাদিত হয়েছে। আর তিনি বাস্তব ময়দানের অনুশীলন করতে গিয়ে নিজের বক্তব্যকে প্রতিনিয়ত উন্নত করেছেন। অর্থাৎ তা হলো বাস্তব ময়দানে পরীক্ষা নিরীক্ষা, এর উন্নয়ন সাধন এবং হাতে কলমে বাস্তবায়ন।

এই ক্ষেত্রে গ্রন্থখানির সাধারণ বক্তব্য দুইটি প্রধান ধারণাকে উপস্থাপন করেছে। অভিজ্ঞতা ও ভিশন (স্বপ্ন)। অন্যভাবে বলা যায়, জীবনের ভিশন হিসেবে অভিজ্ঞতা। এটি এমন এক অভিজ্ঞতা যা ভিশন হতেই উৎসারিত। কেননা ভিশন অভিজ্ঞতার দিকে পথনির্দেশ করে এবং যখন এটি বাস্তবে রূপ লাভ করে তখন একে আরো প্রসারিত করে। অনুরূপভাবে অভিজ্ঞতা ভিশনকে সমৃদ্ধ ও শাণিত করে। এ দিক দিয়ে অভিজ্ঞতা ও ভিশন সত্যিকার আধ্যাত্মিক সত্ত্বা হতে অস্তিত্ব লাভ করে। যেমনিভাবে নৈতিক স্ফূরণ, যা সত্ত্বার সাথে ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত। গভীর অর্থে এটি মানুষের স্মৃতির মণিকোঠায় বিদ্যমান মূল্যবোধের সাথে আড়াআড়িভাবে সম্পৃক্ত। যা তার বিশেষত্ব সহকারে ঈমানের তেজদীপ্ত অবস্থা তথা মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এদিক দিয়ে মানুষের দৈহিক গভীর কাঠামোর

আল্লাহমুখিতা

"আমার মরহুম পিতা আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, আমি যেন আল্লাহকে সদা সর্বদা আমার সামনে রাখি, যাতে সবসময় তাঁর আনুগত্য করা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়। বস্তুত: আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলা মুমিন জীবনের লক্ষ্য ও আকাঙ্খা।"

প্রত্যুষে শয্যা ছেড়ে ওঠা অনেক কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও আমি ফজরের প্রথম প্রহরের সুনসান নীরবতা দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিষয়ে অবগত হয়েছি। বস্তুত যে ব্যক্তি এ সময়ে ঘুম থেকে জাগতে পারে সে প্রভাতের মৃদুমন্দ সমীরণের সৌন্দর্যে জীবনযাপন করতে পারে, আর তার হৃদয়-মন দৃঢ়তা দ্বারা পরিপূর্ণ হয় এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত শক্তি তার নিকট দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। সালাতুল ফজরের গুরুত্বের অনেকগুলো দিকের মধ্যে এটি একটি দিক।

তাকওয়া কাকে বলে আমি জানি না। আর ইসলামের অন্যান্য মূল্যবোধ সম্পর্কেও আমার খুব একটি তাত্ত্বিক জ্ঞান নাই। তবে এতটুকু জানি, এগুলো হলো মানুষের হৃদয়ের গভীরে এক ধরনের অনুভূতি। বরং ইসলামি মূল্যবোধ বলতে আমি বুঝি মানুষের ব্যক্তিজীবন হতে কর্মজীবন তথা ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যাবর্তন। আর এ ক্ষেত্রে আমি ঈমানী মূল্যবোধের গুরুত্ব এবং মানবজীবনে এর প্রভাব উপলব্ধি করি।

মুমিনের উচিত, সে যেন অন্যদের জন্য আদর্শ হয়। যার মাধ্যমে সে তার রবকে সন্তুষ্ট করতে পারে। আর সে তথ্য-উপাত্ত ও চ্যালেঞ্জ সহকারে সমসাময়িক বিশ্বের সাথে সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অন্যদের জন্য আদর্শ হবে। আর এর মাধ্যমে যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জমিনে মহান আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।

আমাদের মধ্যে কেউ যদি অর্ধশতাব্দী অবধি একাডেমিক ও তাত্ত্বিকভাবে আল-কুরআন অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকে, আত্মিক অনুভূতি ও জীবনে তার প্রতিফলন না থাকে, সত্যিকার আনুগত্য ও মহান আল্লাহর প্রতি ভীতি-নম্রতা অনুপস্থিত থাকে তাহলে সে আল-কুরআন দ্বারা খুব সামান্যই উপকৃত হবে। অতএব, কুরআনের সত্যিকার গুরুত্ব তা জীবনে বাস্তবায়ন করার মধ্যেই নিহিত।

মুমিন কোনো কিছু আঞ্জাম দিতে, মানুষের সামনে চর্চা করতে কিংবা যারা তাকে সম্মান করে তাদের সামনে যেসব কাজ করতে লজ্জাবোধ করা তার সবকিছুর জন্য নিজেই নিজের রক্ষক। অতএব তার উচিত যখন সে একাকী থাকে কিংবা মানুষের পাহারাদারির মধ্যে থাকে এমন কাজ না করে যাতে তাকে লজ্জিত হতে হয়। এ ধরনের কাজ আদৌ আঞ্জাম দেয়া হতে বিরত থাকা, অতি সংগোপনে কিংবা পর্দার অন্তরাল থেকে তা সাধন না করা তার জন্য উত্তম। কেননা মহান আল্লাহ্ সদাসর্বদা এবং সার্বক্ষণিক আমাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি অতি সহজেই দৃষ্টিনিবদ্ধ করে আছেন।

যতদূর সম্ভব, কল্যাণের পথে দ্রুত অগ্রসর হও। আর যথাসাধ্য কল্যাণের পথে শ্রম-সাধনা ব্যয় কর। আর নিজের সকল শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় কর যাতে মহান আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে কেউ তোমাকে অতিক্রম করতে না পারে। আর তুমি তোমার পথ চলতে গিয়ে সদা তাকওয়া এবং ইয়াকীন তথা দৃঢ় বিশ্বাসের নিরাপত্তার দুটো ডানাকে শক্তভাবে ধারণ কর।

সতর্কতা ও সচেতনতার মাধ্যমে তুমি তোমার ঈমানকে রক্ষণাবেক্ষণ কর। তোমার বক্ষের অভ্যন্তরে তা অনুসন্ধান কর। ধারাবাহিকভাবে তোমার ঈমানের পরিমাপ সম্পর্কে অবহিত হও। আর তা কি বাড়ছে না কমছে তা জানতে চেষ্টা কর, যাতে ঈমান বৃদ্ধিপায়,হ্রাস না পায়। এভাবে করলে পরে ঈমান বৃদ্ধি পাবে, অন্তকরণে এর স্ফুরণ ঘটবে এবং সৎকর্মের মধ্যে এর পরিপুষ্টি সাধিত হবে। ঈমানের সকল দুর্বলতায় আত্মসমালোচনা কর এবং আত্মমর্যাদা সংরক্ষণ ও উন্নত নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণে যত্নবান হও।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে তুমি একজন স্বচ্ছ মুমিন হও। আর আল-কুরআন যেভাবে শিক্ষা দিয়েছে তার আলোকে হক (সত্য) ও সবরের (ধৈর্য) সহযোগিতা নিয়ে কর্মসম্পাদন কর। দুঃখ, ক্লেশ ও বিপদাপদের সম্মুখীন হলে অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়ার শিক্ষা নাও। আর সকল প্রকার পরীক্ষা ও নির্যাতন-নিপীড়ন ঈমান ও আশার মাধ্যমে মুকাবিলা কর। প্রতিটি মুহূর্তে মহান আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর। আর জেনে রাখো, অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের বিষয়টি সবর ও কঠিন অবস্থা বহন করার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ইসলামের নির্দেশিত পথ ও এর পরিধির মধ্যে থেকে কর্মসম্পাদন করলে হৃদয়ের গভীরে আনন্দ ও প্রশান্তি সৃষ্টি হয়। একে ঈমানের স্বাদ এবং মহান আল্লাহর পথে সাধনার নিয়ামত বলা যেতে পারে। মহৎকর্ম সম্পাদন